DEC. _6 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ...

117

কুমিল্লায় ছাত্রীনিবাসে সম্ভ্রমহানি

চিহ্নিত তিন সন্ত্রাসীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করুন

সন্ত্রাসীদের দাপট কী মারাত্মক আকার ধারণ করেছে এবং তাদের অপরাধকর্মের সামনে সাধারণ মানুষ কী পরিমাণ অসহায় হয়ে পড়েছে, তার আরেক প্রমাণ মিলল কুমিল্লার ঘটনায়। গত শুক্রবার গভীর রাতে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের এক বেসরকারি ছাত্রীনিবাসে ঢুকে এলাকার তিন সন্ত্রাসী ডাকাতি ও শ্লীলতাহানি করার তিনদিন পরেও পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেনি।

যে দুই ছাত্রী ডাকাতির শিকার হয়েছে এবং তার মধ্যে যে ছাত্রী সম্ভ্রম হারিয়েছে, তাদের কেউই মামলা দায়ের করার সাহস পায়নি। এমনকি ছাত্রীনিবাসের মালিক পুলিশের অনেক অনুরোধের পর দস্যুতা ও ডাকাতির মামলা দায়ের করলেও মামলার এজাহারে সই করার পরই ভয়ে কাঁদতে থাকেন। সন্ত্রাসীরা কী মাত্রাহীন ক্ষমতা ভোগ করছে, এ ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়।

প্রাথমিক তদন্তের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জেলা যুবলীগ নেতা লুৎফুর রহমান ঘটনার কথা শুনে তিন সন্ত্রাসীকে খোঁজ করেন এবং অন্যতম অপরাধী সোহেলকে চকবাজার থেকে ধরে এনে লোক দেখানো মারধর করে ছেড়ে দেন। থানা ধর্ষণের মামলা নথিভুক্ত করেনি। এ ঘটনা থেকে সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখন কথা হলো, সরকারি দল এসব সন্ত্রাসীকে প্রশ্রয় দিয়ে কি লাভবান হচ্ছে?

গভীর রাতে ছাত্রীনিবাসে সন্ত্রাসীদের প্রবেশ ও ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির ঘটনা আইনশৃঙ্খলার গুরুতর অবনতিরই প্রমাণ। এ ধরনের ঘটনায় সরকার সমর্থিত সন্ত্রাসীরা জড়িত থাকায় সেটা আরো উদ্বেগের বিষয়। নাগরিকরা ভয়ে মামলা করল না বলে পুলিশ সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করবে না এটা ভাবা যায় না। সরকার ও পুলিশ কেউই এ ঘটনার দায়িত্ব এড়াতে পারে না। আমরা এই চিহ্নিত তিন সন্ত্রাসীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর দাবি জানাচ্ছি। এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।